সপ্তদশ অধ্যায়

বুযর্গ ব্যক্তির নামের অজিফা পাঠ প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی بزرگ کانام بطور وظیفه جپنا (شرك ہے)

"কোন বুযর্গ ব্যক্তির নাম অজিফা হিসাবে জপন করা শিরক"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্‌ বা ভুল সংশোধনঃ

চার তরিকার মুরিদগণ তাদের শাজরা শরীফ নিয়মিত ওজিফা হিসাবে পাঠ করে থাকেন। নবী করিম(দঃ) থেকে নিজের পীর পর্য্যন্ত অলী আল্লাহগণের নামের শাজরা শরীফ পাঠ করার প্রথা অলী-আল্লাহগণ শিক্ষা দিয়েছেন এবং মুরিদগণকে তালীম দিয়েছেন। এই প্রথাকে বুযর্গ ব্যক্তিদের নামের অজিফা বলা হয়। এই প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করেই থানবী সাহেব বেহেস্তী জেওরে শিরকের ফতোয়া দিয়েছেন। তার উক্ত ফতোয়া স্বয়ং নবী করিম(দঃ) এর উপরও বর্তায়। কেননা তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় বুযর্গ ব্যক্তিত্ব। শেখ সাদী(রহঃ) বলেছেনঃ

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر –

"হে রাসুল(দঃ)! খোদার পরে আপনিই বুযর্গতম ব্যক্তিত্ব। সংক্ষেপে এটাই আপনার চরম প্রশংসা"–শেখ সাদী (রহঃ)।

www.sunnibarta.com

বুযর্গ ব্যক্তিগণের নামের অজিফা বলতে আরও বুঝায়– শাজরা শরীফ, দরূদে তাজ, দরূদে আকবর ইত্যাদি- যা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পাঠ করা হয়। উক্ত অজিফায় হুজুর (দঃ) এর নাম বার বার উচ্চারণ করা হয়। দালায়েলুল খায়রাত, হিজবুল বাহার, মজমুয়া সালাওয়াতে রাসুল, মজমুয়া ওজায়েফ প্রভৃতি গ্রন্থে অসংখ্য বার নবী করিম (দঃ)-এর নাম ওজিফা হিসাবে পাঠ করা হয়। এছাড়াও শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী আল-ইন্‌তিবাহ্‌ গ্রন্থে নাদে আলী অজিফা দৈনিক ১১ বার পড়ার নিয়ম বলেছেন। ঐ অজিফায় ৩ বার ইয়া আলী, ইয়া আলী, ইয়া আলী উল্লেখ আছে। হযরত আলী (রাঃ)কে ঐ অজিফায় ৩ বার ইয়া আলী বলে সম্বোধন করা হয়েছে বলে উক্ত অজিফার নাম নাদে আলী রাখা হয়েছে। আর থানবী সাহেব যে কোন বুযর্গ ব্যক্তির নামের অজিফাকে শিরক বলে বেহেস্তী জেওরে ফতোয়া দিয়েছেন। তার উক্ত ফতোয়ার ফলে সমস্ত তরিকতের পীর মাশায়েখগণ- যেমন হিযবুল বাহার, দালায়েলুল খায়রাত ও নাদে আলী অজিফার প্রণেতাগণ সকলেই মুশরিক প্রমাণিত হয়ে যান। কেননা ঐ সব

www.sunnibarta.com

অজিফায় বার বার নবী করিম (দঃ) এর নাম লওয়া হয় এবং শাজরা শরীফ হচ্ছে তরিকতের পীর পরম্পরার সনদ। যেমন বুখারী শরীফ বা মুসলিম শরীফের প্রতিটি হাদীস পাঠ করার পূর্বে রাবী বা বর্ণনাকারীদের নাম সনদ হিসাবে পাঠ করতে হয়। তারা প্রত্যেকেই এক একজন বুযর্গ ব্যক্তিত্ব! যত হাজার হাদীস পাঠ করা হয়, তত হাজার বারই রাবীদের নাম আগে পাঠ করতে হয়। তবে কি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ঐ সমস্ত বুযর্গ মনিষীদের নাম জপন করে মুশরিক হয়ে গেছেন? নাইজুবিল্লাহ মিন্ জালিক। থানবী সাহেব কত কৌশলে অথচ সংক্ষেপে বলে দিলেন যে, কোন বুযর্গ ব্যক্তির নাম অজিফা হিসাবে জপন করা শিরক। জনগণ এসব ধোকাবাজী কি করে ধরতে পারবে? আওয়াম তো দূরের কথা-হঠাৎ করে কোন আলেমের পক্ষেও ঐ কথার ইঙ্গিত অনুধাবন করা সহজ নয়।

www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com